দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ 16 AUG 2008
পৃষ্ঠা: ৭ কলাম: ৪

যোগ্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আসন সংকট

ড. মোহাম্মদ আমজাদ হোসেন

এবার এসএসসি ও দাখিল পরীক্ষায় পাসের হার (৭০.৮০%) বেশ ভালো হয়েছে। আরও ভাল হওয়ার সুযোগ আছে।

কেন না শতকরা ৯০ জন ছাত্র-ছাত্রী কেন পাস করবে না? আসলে ভালো পাসের হার উন্নত শিক্ষা ব্যবস্থার একটি ধারাবাহিক রূপ। আমাদের পাবলিক পরীক্ষাসমূহের পাসের হার একথাই মনে করিয়ে দেয় যে, দেশের শিক্ষার মান ভালোর দিকে এগুচ্ছে। প্রকৃতপক্ষেই কি শিক্ষার মান আমাদের সকল স্কুল ও কলেজে সন্তোষজনক? এ প্রশ্নের উত্তর খুব সহজ নয়। আমার জানা মতে, অনেক নামী দামী যোগ্য স্কুল কলেজ রয়েছে, যে গুলোতে পড়াশুনার মান সন্তোষজনক নয়। তথাপি তাদের ছেলেমেয়েরা। এস.এস.সি ও এইচ.এস.সি.তে ভালো ফলাফল করে। ৮০-৯০% এমন কি ১০০% পাস করে। তবে একথা ঠিক এসব স্কুল কলেজে ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা ভালো এবং ভালো ভালো ছাত্র-ছাত্রীরা এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি হয়। একটি মাধ্যমিক স্কুলে ১ম থেকে দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত থাকলে ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা ২০০০ থেকে ৩০০০ পর্যন্ত হয়। ৬ষ্ঠ থেকে দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত থাকলে ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা হয় ৯০০ থেকে ১২০০ পর্যন্ত । এসব বিদ্যালয়ে শিক্ষক থাকেন ৪০ থেকে ৫০ জন পর্যন্ত। বেশিও থাকেন আবার কমও থাকেন। কম থাকলে শিক্ষকদের খাটুনি হয় অমানুষিক। এক একজনকে ক্লাশ গ্রহণ করতে হয় ৪/৫টা করে। হোম টাস্কও দেখতে হয়। দেখতে হয় পরীক্ষার খাতা। এমনি গলদঘর্ম খেটে, অল্প বেতনে জীবনের ঘানি টেনে তারা প্রমাণ করেন তাদের বিদ্যালয় ভালো ফলাফল করে।

রাজধানী ঢাকাসহ সারাদেশেই এমনি ধরনের পর্যাপ্ত সংখ্যক ছাত্র-ছাত্রী ও শিক্ষক সমৃদ্ধ স্কুল কলেজের সংখ্যা অনেক, যে সব স্কুল-কলেজে শিক্ষার মান খুব ভালো নয়, তবে ফলাফল ভালো। ছাত্র-ছাত্রীরা নকল না করেও ভালো ফলাফল করছে, এটা খুবই আশান্বিত হবার বিষয়। একথাও দিবালোকের মতো সত্য যে, ভালো ফলাফলের সাথে প্রাইভেট কোচিং-এরও একটি সম্পর্ক আছে। পড়াশুনার মান উন্নত হলে ফলাফল আরও ভালো হবে, শিক্ষার্থীরা আরও জ্ঞানসমৃদ্ধ হবে, তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু প্রশ্ন থেকে যায়, অন্যান্য স্কুল কলেজ সম্পর্কে যেগুলোতে ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা কম, শিক্ষকের সংখ্যাও কম। ঢাকা শহরেই আছে এমন প্রায় ২০০টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান (স্কুল ও কলেজ মিলিয়ে)। এগুলোতে ছেলেমেয়েরা ভর্তি হতে চায় না, অভিভাবকরাও উৎসাহবোধ করেন না ছেলেমেয়েদের পাঠাতে। স্কুলগুলোর তুলনায় কলেজগুলোর অবস্থা আরও করুণ। এ অবস্থায় সারা দেশে শিক্ষার্থীদের ভর্তি সংকট কমাবার জন্য এই কলেজগুলোর উন্নয়ন একান্তই জরুরি।

এগুলোর উন্নয়নের চাবিকাঠি হচ্ছে এসব কলেজে প্রয়োজনীয় সংখ্যক শিক্ষক শিক্ষয়িত্রী নিয়োগ- দান এবং তিনটি বিভাগেই অধিক সংখ্যক ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি করা। একটা নিবিড় সার্ভে করা সরকারের পক্ষে মোটেই কঠিন নয়। সম্প্রতি একটি সার্ভে সম্পাদনও করেছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়। সে সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নবগঠিত ম্যানেজিং কমিটিগুলো অতিসত্বর সিদ্ধান্ত নিতে পারে যে, তারা কিভাবে ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা বাড়াবেন। এক একটি শ্রেণীতে ৫০ থেকে ১২৫ জন ছাত্র-ছাত্রী ভর্তির সুযোগ সৃষ্টি করলে এবং প্রয়োজন হলে প্রতি শ্রেণীতে একাধিক সেকশন চালু করে তারা তাদের কলেজের অবস্থা ভালোর দিকে নিতে পারেন। একই সাথে তাদেরকে শিক্ষকের

স্কুল কলেজগুলো নির্ভরশীল বলে, সরকারকে এর সংখ্যা অতিদ্রুতই বাড়াতে হবে। নিবন্ধন লাভের জন্য হাজার-হাজার তরুণ-তরুণী সারাদেশে উন্মুখ হয়ে আছে। হতাশার কারণ হবে আশংকা করে কোন কোন তরুণ-তরুণী নিবন্ধন পরীক্ষায় অংশগ্রহণও করতে চায় না। এই ভীতিটা যাতে সম্পূর্ণ কেটে যায়, সেজন্য আমাদের শিক্ষাবিদ ও শিক্ষা মন্ত্রণালয়কে যথাযথ ভূমিকা গ্রহণ করতে হবে।

বেসরকারি কলেজ ও উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলোর উন্নয়নের পথে কিছু বাধা কাজ করছে। এসব স্কুল-কলেজের উদ্যোক্তা বা প্রতিষ্ঠাতা পরিচালনা কমিটিতে থাকার ফলে যে পরিতৃপ্তি ও উৎসাহ লাভ করতেন, তা সকল কালেই আকর্ষণীয় ছিল। এসব উৎসাহী ব্যক্তিকে সে সম্মান দেয়া প্রয়োজন। কমিটিগুলোকে অবশ্যই সরকারিভাবে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা ও পৃষ্ঠপোষকতা দিয়ে যেতে হবে। অনেক ক্ষেত্রে কমিটির সদস্যগণই এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ার কাজে তাদের শ্রম, চিন্তাচেতনা ও অর্থ সম্পদ ব্যয় করেছেন। স্থানীয় প্রশাসনের দায়িত্ব হচ্ছে এসব কলেজকে সরকারের পৃষ্ঠপোষকতায় সম্পৃক্ত করা, এগুলোর উন্নয়নে যা যা করা প্রয়োজন, তা করা। প্রায় ক্ষেত্রেই এগুলোতে উপযুক্ত শিক্ষকের অভাব, পরীক্ষাগারের ক্ষুদ্র পরিসর, তাতে যন্ত্রপাতি ও রাসায়নিক দ্রব্যাদির অভাব পীড়াদায়ক। তবে প্রায় সকল ক্ষেত্রেই কলেজগুলোর জন্য যে আয়তনের জায়গা জমি বরাদ্দ বা ন্যস্তকৃত আছে, তা যথেষ্ট। বরং কোন কোন ক্ষেত্রে সরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেও এতো জায়গা জমি নেই। দেশের বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, বিশেষ করে কলেজগুলোর এই দিকটা অত্যন্ত উৎসাহ ব্যঞ্জক এবং এগুলোর দৈন্যদশা দূর করার পথে সহায়ক। সরকারি-বেসরকারি অনুদান এবং অন্যভাবে আর্থিক সহায়তা লাভ করলে কলেজগুলোর অবকাঠামোগত দুর্বলতা কেটে উঠবে। সারা দেশে উপজেলাভিত্তিক কলেজগুলোর এসব দুর্বলতা দূর করা সম্ভব হলে, কমিটির পক্ষ থেকে বাস্তবধর্মী প্রচার প্রচারণা চালানো হলে, উপজেলাস্তরে স্থাপিত কলেজগুলোতে মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীরা ভর্তি হতে আগ্রহী হবে। ভর্তি-প্রার্থীরা চায় পড়াশুনার নিশ্চয়তা, পরীক্ষায় ভাল ফলাফলের সম্ভাবনার নিশ্চয়তা। তাদের অভিভাবকগণ এটাতো চানই, খরচ কমাবার বা খরচ সহনীয় স্তরে থাকার কথাও তাদের বিবেচ্য। ঢাকা নগরীতে ঢাকা কলেজ ও আবুজার গিফারী কলেজের কথা পাশাপাশি বিবেচনা করা যায়। সকল বিষয়ে উভয় কলেজেই পাঠদান হয়। কিন্তু তারা ঢাকা কলেজকে অধিক গুরুত্ব কেনো দেন? কারণ মূলত: ঐ দু'টোই। ঢাকা কলেজের ঐতিহ্য ও সুখ্যাতির কথাও অবশ্য এক্ষেত্রে কার্যকর। কিন্তু আইডিয়াল কলেজ (ধানমন্ডি)

কোনটি শ্রেয়তর, বের করা খুবই কঠিন। এখানে কমিটি ও কলেজ প্রশাসনের ভূমিকা অবশ্যই গুরুত্বপূর্ণ। ঢাকা শহরের অবয়ব অনেকটা স্বচ্ছ। শহরতলী বা সারা দেশে জেলা উপজেলা পর্যায়ের চিত্র খুবই দুঃখজনক । এপর্যায়ে আমি ঢাকার উপকণ্ঠে দু'টো কলেজের কথা বলি: গাজীপুর জেলার কালিয়াকৈর ও শ্রীপুর কলেজ। থানা পর্যায়ের শ্রেষ্ঠ কলেজ দু'টোতেই ছাত্র সংখ্যা অত্যন্ত কম। শিক্ষকের অভাব প্রকট এবং উচ্চ মাধ্যমিক, স্নাতক এবং দু-একটি বিষয়ে স্নাতক (সম্মান) পর্যায়ে পড়াশুনায় কোন সুখকর বৈশিষ্ট্য নেই। ফলাফল ভালো নয়, বরং হতাশার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। এরূপ চিত্রই ফুটে উঠবে সারাদেশে থানা পর্যায়ের বহু কলেজে। ভাল ছাত্র-ছাত্রীগণকে আহ্বান করার জন্য এসব কলেজ কর্তৃপক্ষ কতো রকম ভাষায় প্রচার প্রচারণা চালাচ্ছেন। সে সব প্রচারণা ও প্রতিশ্রুতি অনেকটা অসার বাক্যব্যয় হয়েছে বৈকি। অথচ বহু সম্ভাবনার ধারক-বাহক কলেজগুলো অযোগ্য, অপাংক্তেয়ই থেকে গেলো।

এখন সময় এসেছে এইসব কলেজের মানোন্নয়নের সম্ভাবনাগুলোকে কাজে লাগানো। দেশের হাজার হাজার মেধাবী শিক্ষার্থীর এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি করাবার উপযুক্ত পরিবেশ জরুরি ভিত্তিতে সৃষ্টি করতে পারলে, তাদের সম্ভাবনাময় জীবনকে শিক্ষায় উজ্জীবিত করতে পারলে, তাদেরকে এইচএসসিতে পূর্ব (এইচএসসি) পরীক্ষার একই মানের ফলাফল অর্জনে সহায়তা দানের নিশ্চয়তা দিতে পারলে, শিক্ষার্থী এবং তাদের অভিবাবকগণ ভাবনামুক্ত হতে পারবেন। সে লক্ষ্যে কয়েকটি বিষয়ে দ্রুত কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। সরকারকেও এ ব্যাপারে সুস্পষ্ট নীতি ঘোষণা করতে হবে। সরকারের পক্ষ থেকে যা করণীয়, তা-ই প্রথমে উল্লেখ করছি।

সরকারকে ঘোষণা করতে হবে যে, উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে শিক্ষাদানকারী ঐতিহ্যবাহী কলেজ গুলোকে দ্রুত উন্নত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পরিণত করা হবে। এগুলোর আর্থিক দৈন্য দূর করার জন্য ছাত্র-ছাত্রী ও শিক্ষক সংখ্যার অনুপাতে একটি নির্দিষ্ট মানের অনুদান মঞ্জুর করার প্রতিশ্রুতি ঘোষণা করতে হবে। এই অর্থের পরিমাণ কলেজপ্রতি-গড়ে প্রথম বৎসর ৩০ লক্ষ টাকার কম হলে হয়তো চলবে না। এভাবে ১০০০ (এক হাজার) কলেজকে অনুদান দিলে প্রয়োজন হবে ৩০০ কোটি টাকা। এই অর্থে কলেজগুলো অতিরিক্ত শিক্ষক নিয়োগদান, তাদেরকে এক বছরের বেতনভাতা প্রদান এবং আনুষঙ্গিক খরচ মেটাতে পারবে। দ্বিতীয় বছরে অনুদান কমানোও যেতে পারে, কেননা কলেজগুলো ছাত্র-ছাত্রী ভর্তির সুবাদে আর্থিক সচ্ছলতা লাভ করবে। এই অর্থ যাতে স্বচ্ছতার সাথে খরচ হয়, সে বিষয়টিও সরকারকে নিশ্চিত করতে হবে। কলেজগুলোর অনতিবিলম্বে জেলা প্রশাসন ও স্থানীয় শিক্ষা দরদী জনগণের সহায়তায় তা দূর করতে হবে। এতে কলেজগুলোর প্রতি অভিভাবক ও ছাত্র-ছাত্রীর দৃষ্টি আকৃষ্ট হবে।

কলেজগুলোর পক্ষ থেকে স্বচ্ছতার ভিত্তিতে জরুরিভাবে প্রয়োজনীয় সংখ্যক উপযুক্ত শিক্ষক নিয়োগ এবং লাইব্রেরী ও বিজ্ঞানাগার উন্নত করার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। যে অনুদান মঞ্জুরীর কথা বলা হলো, তার বলে প্রতি কলেজে ১০/১২ জন করে প্রভাষক নিয়োগ দেয়া যেতে পারে, তবে শিক্ষকদের কিছু সংখ্যক সহকারী অধ্যাপক স্তরেও নিয়োগ দেয়া সম্ভব হবে। ছাত্র-ছাত্রীদের বেতন নির্ধারণে তেমন কোন লক্ষণীয় পরিবর্তন না আনাই ভালো। অধিকন্তু কোন কোন ক্ষেত্রে মেধাবী শিক্ষার্থীদের আর্থিক সুবিধা দেয়ার প্রয়োজন পড়বে। তবে যদি কোন প্রতিষ্ঠান ছাত্র-ছাত্রী অভিভাবকদের সমর্থনের বলে কলেজের আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্য লাভের জন্য কিছু উন্নয়ন ফি ও বর্ধিত বেতন পদ্ধতি চালু করতে পারে, সেটা কলেজের আর্থিক নিরাপত্তা বাড়াবে। এভাবে যথেষ্ট পরিমাণ বেসরকারী কলেজে শিক্ষার মান উন্নত হবে। বাংলাদেশ এমনই এক দেশ, যেখানে ভাল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা হাতে গোনা। ছাত্র-ছাত্রীগণ ভালো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অন্তর্ভুক্ত হওয়াকে একটি উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হিসাবেই দেখে। তাদের এবং তাদের অভিভাবকদের মতামত নিয়েই বেশ কিছু শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বর্ধিত বেতন ও উন্নয়ন ফি ধার্য করা যাবে। কোন কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সে ব্যবস্থা আছেও, তবে সেগুলোতে শিক্ষার্থীর সংখ্যা অনেক সীমিত। অথচ এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে উন্নয়ন ফি ও বেতন হিসাবে যা ধরা হয়, তা সাধারণ আয়ের পরিবারভুক্ত ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য বোঝা হয়ে দাঁড়ায়। এসব প্রতিষ্ঠানে সিট বাড়ানো এবং ছাত্র বেতন ও উন্নয়ন ফি কমানো একই সাথে সম্পাদন করতে হবে। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের একটি জরিপের মাধ্যমে দুর্বল ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত স্কুল-কলেজের হিসাব কিছুদিন পূর্বে প্রকাশ করা হয়েছে। তাদের হিসাবে উচ্চ বেতন ও উচ্চ উন্নয়ন ফি গ্রহণকারী এবং সীমিত সংখ্যক ছাত্র-ছাত্রী শিক্ষাদানকারী অথচ ভালো ফলাফল অর্জনকারী স্কুল-কলেজের তথ্যও অবশ্যই রয়েছে। এগুলোতে সিট বাড়ানো এবং ফি সহনীয় পর্যায়ে নিয়ে আসার লক্ষ্যে পদক্ষেপ গ্রহণ শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের পক্ষেই সম্ভব। এভাবে সারা দেশে উপজেলা পর্যায়ে তথ্য সংগ্রহ করে অগ্রসর হলে যেসব মেধাবী শিক্ষার্থী এখনও ভর্তি সমস্যার সমাধান খুঁজে পায়নি তারা সকলেই যোগ্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আসন পাবে। যারা কারিগরি শিক্ষায় যাবে তাদের সমস্যারও সমাধান এভাবেই খুঁজে পাওয়া যাবে। এসএসসিতে যারা উত্তীর্ণ হয়েছে (জিপিএ ২.০০ প্রাপ্ত) তাদের সকলেই ভর্তির যোগ্য, সবাই ভর্তির দাবিদার। এ লক্ষ্যই বাস্তবায়ন করতে হবে যে, এসএসসিতে উত্তীর্ণ ৭ লক্ষাধিক তরুণ-তরুণী সকলেই যেন কোন যোগ্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পাঠ গ্রহণের সুযোগ লাভ করে। জাতির জন্য এটা সুদূরপ্রসারী শুভ ফল বয়ে আনবে। একটি কথা এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, অনুপ্রেরণা সৃষ্টির জন্য বা নমুনা হিসাবে ভালো শিক্ষা প্রতিষ্ঠান দাঁড় করাবার জন্য জেলা-উপজেলা পর্যায়ে উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে দু-একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তুললে তা যে ফলাফল উপহার দিবে, সমন্বিতভাবে বর্তমানে বিরাজমান বেসরকারি কলেজগুলোকে উন্নত করার প্রয়াস গ্রহণ করলে জাতি তার চেয়েও অধিক লাভবান হবে।

[লেখক : চেয়ারম্যান, ফার্মাসিউটিক্যাল কেমিস্ট্রি বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং সাবেক চেয়ারম্যান,

এ লক্ষ্যই বাস্তবায়ন করতে হবে যে, এসএসসিতে উত্তীর্ণ ৭ লক্ষাধিক তরুণ-তরুণী সকলেই যেন কোন যোগ্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পাঠ গ্রহণের সুযোগ লাভ করে। জাতির জন্য এটা সুদূরপ্রসারী শুভ ফল বয়ে আনবে। একটি কথা এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, অনুপ্রেরণা সৃষ্টির জন্য বা নমুনা হিসাবে ভালো শিক্ষা প্রতিষ্ঠান দাঁড় করাবার জন্য জেলা-উপজেলা পর্যায়ে উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে দু-একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তুললে তা যে ফলাফল উপহার দিবে, সমন্বিতভাবে বর্তমানে বিরাজমান বেসরকারি কলেজগুলোকে উন্নত করার প্রয়াস গ্রহণ করলে জাতি তার চেয়েও অধিক লাভবান হবে।